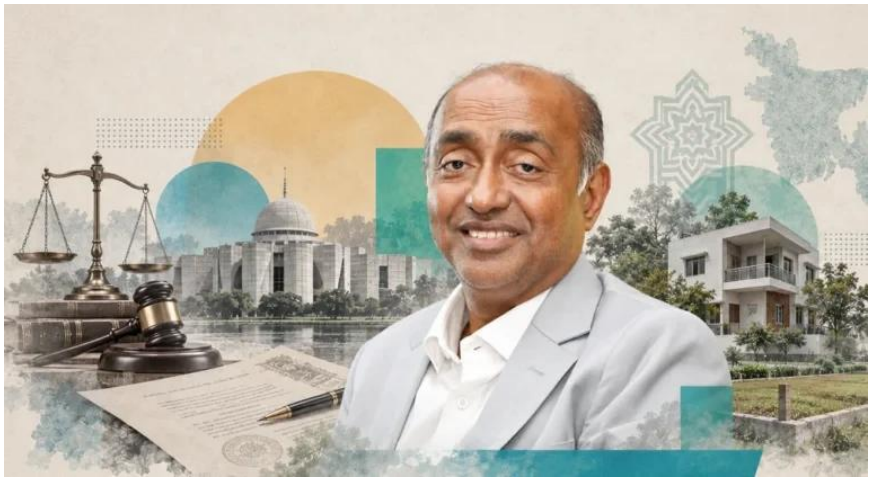
হেবা আইনে হাত দেওয়ার ক্ষমতা ইহজাগতিক কারও নেই: আইনমন্ত্রী



আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সংশোধন নিয়ে শরিয়াহবিরোধী হওয়ার অভিযোগের মধ্যে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, হেবা আইনে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ইহজাগতিক কারও নেই। সংশোধিত আইনের কোনো বিধান মুসলিম আইনের হেবা ব্যবস্থায় বাধা তৈরি করবে না বলেও দাবি করেছেন তিনি।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) যশোর শহরের পিটিআই হলরুমে চাকরি মেলা উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বৃদ্ধ মা-বাবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধিত বিধানে সম্পত্তি হস্তান্তরের পরও দাতার জীবদ্দশায় সেটি ভোগদখলের সুযোগ রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, হেবা আইনসহ দান, উইল বা অন্য কোনো উপায়ে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নতুন সংশোধনী কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। হেবা আইনে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ইহজাগতিক কারও নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

LENS ASIA

সংশোধিত আইনের সংশ্লিষ্ট অংশ না পড়েই কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি করছেন বলেও অভিযোগ করেন আইনমন্ত্রী।

তবে আইনটি পাসের পর থেকেই এর কয়েকটি বিধান নিয়ে আলেম ও ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, সম্পত্তি হস্তান্তরের পর দাতার জীবদ্দশায় ভোগদখলের অধিকার রাখার বিধান শরিয়াহভিত্তিক হেবা ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান সংশোধনীর বিতর্কিত বিষয়গুলো শরিয়াহ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকও সংশোধনীটি শরিয়াহর আলোকে পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এটিকে শরিয়াহবিরোধী আখ্যা দিয়ে বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি পালন করেছে।